নীতীশের সঙ্গে প্রাতরাশ খেয়ে লোকসভার আসন বণ্টন নিয়ে আলোচনা শাহ'র

পাটনা, ১২ জুলাই : এলেন, দেখলেন, জয় করলেন এমন কথা বলা যাবে না হয়তো বিজেপির জাতীয় সভাপতি অমিত শাহ'র বিহার সফর নিয়ে। তবে তাঁর এই সফরকে যে রাজ্য বিজেপি এবং জনতা দল (সংযুক্ত), দু'দলই বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, তা বোঝা গেছে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠকে মিলিত হতে সাতসকালে পাটনায় আসা নিয়ে। বিমান থেকে নেমে তিনি সোজা চলে যান রাজভবন লাগোয়া রাজ্য সরকারের অতিথিশালায়। এনডিএ'র গুরুত্বপূর্ণ জোটসঙ্গী নীতীশের সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠকে মিলিত হন। ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে দু'দলের মধ্যে আসন রফা নিয়ে কথা হয়েছে বলে জানা যায়।

নীতীশ কুমার গত বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও কংগ্রেসের 'মহাগঠবন্ধন' ছেড়ে এনডিএ জোটে যোগ দেওয়ার পর শাহ'র এই প্রথম বিহার সফর। তাঁকে এদিন পাটনা বিমানবন্দরে বিশাল মালা পরিয়ে স্বাগত জানান রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী। মোদী ছাড়াও বিমানবন্দরে হাজির ছিলেন রাজ্য বিজেপির প্রায় সব নেতা ও বিহারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা।

রাজ্য সরকারের অতিথিশালায় এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল, নীতীশ কুমারের জনতা দল (সংযুক্ত)'র সঙ্গে আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনে আসন রফা নিয়ে উপায় বাতলানো। জনতা দল (সংযুক্ত) এনডিএতে ফেরার পর প্রবল খুশি বিহারের বিজেপি নেতারা। তাঁরা আশা করছেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিহার থেকে ৩১টি আসন পাবে জোট। প্রসঙ্গত, ২০১৪'র সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি-এলজেপি এবং আরএলএসপি একসঙ্গে লড়াই করে পেয়েছিল যথাক্রমে ২২টি, ৬টি ও ৩টি আসন। জনতা দল (সংযুক্ত) বাম দলগুলির সঙ্গে পৃথকভাবে দাঁড়িয়ে পায় মাত্র দু'টি আসন। যাবতীয় গুজবের অবসান ঘটিয়ে নীতীশের দল গত সপ্তাহে দিল্লিতে কর্মসমিতির বৈঠকে ঘোষণা করে, তারা বিজেপির সঙ্গে আছে এবং এনডিএ জোটের অন্যতম শরিক। ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। ৮ জুলাইয়ের বৈঠকে ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচন এবং ২০২০'র বিহার বিধানসভা নির্বাচনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় দলের কর্মসমিতির বৈঠকে। বৈঠকের পরে নীতীশ জানান, রাজ্যে বিজেপি ও জনতা দল (সংযুক্ত) জোট গড়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সাধারণ নির্বাচনে। আবার একদিন পরেই নীতীশ ব্যাখ্যা করে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন, শুধু বিহারেই আপাতত এই জোট বজায় থাকবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জনতা দল (সংযুক্ত) এবং বিজেপি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে শুধু বিহারেই। কিন্তু বিহারের বাইরে তাদের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও কংগ্রেসকে নিয়ে গঠিত 'মহাগঠবন্ধন'-এ নীতীশের দলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না জানতে চাওয়া হলে তিনি তা উড়িয়ে দেন। তাঁর দাবি, জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের কোনও জোটের কথা আপাতত ভাবা হচ্ছে না। এখন শুধু বিহারেই এই জোট কাজ করবে। তবে বিহারের বাইরে অন্য দলের সঙ্গে জোটের কথাও উড়িয়ে দিয়েছেন নীতীশ।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আরজেডি নেতা এবং বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব বার বার নীতীশকে তীব্র আক্রমণ করার ফলে সম্ভবত নীতীশ ওই দলের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছেন। ইতিমধ্যে বিজেপি ও জনতা দল (সংযুক্ত)'র মধ্যে যাবতীয় মতপার্থক্য মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এদিন শাহ'র পাটনা সফর উপলক্ষে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। বিমানবন্দর থেকে রাজ্য সরকারের অতিথিশালা পর্যন্ত কয়েক হাজার নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা হয়। ঘুরিয়ে দেওয়া হয় সব গাড়ি। কার্যত পাটনা শহরকে শাহ'র এই সফর উপলক্ষে দুর্গ বানিয়ে ফেলা হয়। পুরো শহর জুড়েই উড়ছিল রঙ-বেরঙের হোর্ডিং, ব্যানার, বড় বড় তোরণ এবং পোস্টার। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার গত চার বছরে যে সাফল্য পেয়েছে সর্বত্র তা তুলে ধরা হয়।

শাহ অবশ্য ব্যস্ত ছিলেন দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে একের পর এক বৈঠক নিয়ে। সব বৈঠকেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল, ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি গড়ে তোলা। তিনি নাকি দলীয় কর্মীদেরও এই মহারণ নিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন। আগ বাড়িয়ে কোনও কথা না বলার জন্য ঘঁশিয়ারি দিয়েছেন দলীয় নেতাদের। জানা গেছে, এই সফরেই শাহ'র সঙ্গে পরিচিত হবেন ১০ হাজার তৃণমূল স্তরের দলীয় কর্মী। কারণ বুথ সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে এই কর্মীদেরই। দলীয় কর্মী ও নেতাদের সঙ্গে নানারকম শলা-পরামর্শ ছাড়াও তিনি দলের সোশ্যাল মিডিয়ার কর্মীদের সঙ্গেও দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন। মূলত ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে বিহারে দলের 'ডিজিটাল ক্যাম্পেন' নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হয়।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আগামী বছর যে সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে, সেজন্য বিজেপি এখন থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করেছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় মোদীর আসন সংখ্যা কমতে পারে বলে ইঙ্গিত দেওয়ায় সাবধানতা অনেকটাই বেড়ে গেছে। কার্যত বিরোধীরা একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দিলে বহু রাজ্যেই বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে জয়লাভ হয়তো অসম্ভব হয়ে পড়বে। এছাড়া উত্তর প্রদেশের সপা-বসপা জোট গড়লে বিজেপি প্রার্থীদের যে নাস্তানাবুদ হতে হবে তাও বিলক্ষণ জানেন অমিত শাহরা। তাই এখন থেকেই তাঁরা আগামী বছরের সাধারণ নির্বাচনের জন্য জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন।

প্রয়াত মানবতাবাদী ধর্মগুরু দাদা জেপি ভাসানি

পুণে, ১২ জুলাই : মানবতাবাদী ধর্মগুরু দাদা জেপি ভাসানি প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ১৯১৮ সালের ২ আগস্ট হায়দরাবাদের একটি ধার্মিক সিন্ধি পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই মানবতাবাদী এই ধর্মগুরুর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ তিনি শুধু ধর্মগুরুই ছিলেন না, একাধারে তিনি ছিলেন দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, লেখক এবং অহিংসার পূজারি। ধর্মীয় নেতা হিসেবে ছিলেন একেবারে অসাম্প্রদায়িক। পশুপ্রেমী হিসেবেও ব্যাপক কাজ করেছেন ভাসানি। এমনকি পশুদের অধিকার রক্ষায় তিনি নিরামিষ ভোজনের দিকটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। প্রসঙ্গত, দাদা ভাসানির জন্মদিনটি অর্থাৎ ২ আগস্ট রাষ্ট্রপুঞ্জ, 'গ্লোবাল ফরগিভনেস ডে' হিসেবে ঘোষণা করেছে। গত বছর দাদা ভাসানি'র ৯৯ তম জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, দাদা ভাসানি তাঁর গুরু সাধু টি এল ভাসানি প্রতিষ্ঠিত মিশনের প্রধান ছিলেন।

সেনাবাহিনীতে চাকরি না পেয়ে ফেসবুকে আত্মহত্যার লাইভ ভিডিও

লখনউ, ১২ জুলাই : উত্তর প্রদেশের আগ্রা জেলার এক যুবক সম্প্রতি ফেসবুকে আত্মহত্যার লাইভ ভিডিও প্রকাশ করেছে। ঘটনাটি নিয়ে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। মুন্না নামে ওই যুবকের আশা ছিল, সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে। কিন্তু সেনাবাহিনীতে চাকরি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মুন্না এই পথ বেছে নেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষায় বসেছিল মুন্না। বয়স সহ অন্যান্য দিকে যোগ্যতা অতিক্রম করলেও চূড়ান্ত পরীক্ষায় সে মনোনীত হতে পারেনি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য মুন্না টগবগ করে ফুটছিল। কিন্তু এই সময়ই খবর আসে, সে সেনাবাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষায় মনোনীত হতে পারেনি। খবর পাওয়ার পরই হতাশ হয়ে পড়ে সে। হতাশা ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে তরুণ মুন্নাকে। পরিবারের লোকেরা তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাতে কোনও কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাড়ির লোকেরা যখন বাইরে গিয়েছিলেন, সেই সময় সে আত্মঘাতী হয়। আরও দুঃখের বিষয়, আত্মঘাতী হওয়ার সমস্ত পর্বই ভিডিওতে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেয়। পুলিশ গোটা ঘটনায় বিস্মিত এই কারণে যে, বিপুল সংখ্যক মানুষ জনপ্রিয় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইটে তাঁর আত্মহত্যার দৃশ্যটি দেখলেও পুলিশকে কিছু জানাননি। শেষ পর্যন্ত পুলিশেরই এক কর্মী ছবিটি দেখতে পেয়ে সদলবলে ছুটে যান সেখানে। যদিও বাঁচাতে পারেননি তাঁকে। সম্প্রতি একাধিক ঘটনাতে দেখা যাচ্ছে, ভিডিওতে ছবি তুলতে তুলতে আত্মঘাতী হচ্ছে যুবক-যুবতীরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতাশায় ভুগতে ভুগতে তারা এই কাজ করছে।

দক্ষতাও পেশাদারিত্বে উন্নতির জন্য চালু ৫ পুলিশ পদক

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : পেশাদারিত্ব এবং পরিবেষায় দক্ষতা বাড়াতে পাঁচটি পুলিশ পদক চালু করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং জোর দিয়ে জানিয়েছেন, প্রতি বছর এটি একটি নির্দিষ্ট দিনে কেন্দ্র ও রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পাঁচটি পদক হল, স্পেশাল অপারেশন পদক, পুলিশ আন্তরিক সুরক্ষা সেবা পদক, কুশলতা পদক, উৎকৃষ্ট এবং অতি উৎকৃষ্ট সেবা পদক। এই পুরস্কার প্রাপকদের নগদ টাকা দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র তাদের দক্ষতার পরিচায়ক হিসেবে এই পদক দেওয়া হবে বলে মন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের কাজের জন্য এই পুরস্কার পাবেন। প্রসঙ্গত, সারা দেশে ৩০ লক্ষ পুলিশ কর্মী রয়েছেন। এরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করেন। সেই ভান কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এবার তাদের পদক দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। পুলিশ কর্মীদের নৈতিক বোধকে চাঙ্গা করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

মাঝ আকাশে ইন্ডিগোর ২ বিমান এড়াল সংঘর্ষ, আতঙ্কিত ৩০০ যাত্রী

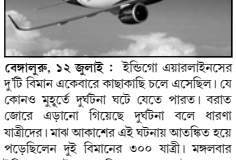

বেঙ্গালুরু, ১২ জুলাই : ইন্ডিগো এয়ারলাইনসের দু'টি বিমান একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছিল। যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। বরাত জোরে এড়ানো গিয়েছে দুর্ঘটনা বলে ধারণা যাত্রীদের। মাঝ আকাশে এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন দুই বিমানের ৩০০ যাত্রী। মঙ্গলবার ইন্ডিগোর ৬ই৭৭৯ বিমান কোয়েম্বাটুর থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছিল। আর একটি বিমান ৬ই৬৫০৫ বেঙ্গালুরু থেকে কোচি যাচ্ছিল। বেঙ্গালুরুর আকাশ সীমায় দু'টি বিমান একেবারে কাছাকাছি চলে আসে। দু'টি বিমানের মধ্যে মাত্র ২০০ ফুটের তফাৎ ছিল। ইন্ডিগো এয়ারলাইনসের তরফে জানানো হয়েছে, পুরো ঘটনাটি রেগুলেটরের কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে। ইন্ডিগোর তরফে বুধবার এ নিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। ওই বিবৃতিতে দাবি করা হয়, ট্রাফিক কলিশন অ্যাভয়েড্যান্স সিস্টেম বা টিসিএএস-রেজোলিউশন সিস্টেমের সাহায্য নিয়ে কোয়েম্বাটুর-হায়দরাবাদ কোচি রুটের এই সংস্থার দু'টি বিমান ১০ জুলাই আকাশে উড়েছিল। তারা স্বাভাবিক নিয়ম মেনে আকাশে উড়ছিল। কিন্তু একসময় দু'টি বিমানের মধ্যে মাত্র ২০০ ফুটের ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। এই ভার্টিকাল সেপারেশনের কারণে মাঝ আকাশে দু'টি বিমানের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন যাত্রীরা।

উদ্বিগ্ন ইন্ডিগোর কর্তৃপক্ষ টিসিএএসের সাহায্য চান। টিসিএসি অ্যালার্ম বাজিয়ে দু'টি বিমানকে সতর্ক করে দেন। এরপর ধীরে ধীরে দু'টি বিমানের মধ্যে মাঝ আকাশে ভার্টিকাল সেপারেশনের ব্যবধান বাড়তে থাকে।

এই ঘটনার পরই এয়ারক্র্যাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন বোর্ড ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে, বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচার পর দু'টি বিমান গন্তব্যের দিকে উড়ে যায়।

দেশে ফিরল কানসাসে নিহত ভারতীয় ছাত্রের দেহ

হায়দরাবাদ, ১২ জুলাই : হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বুধবার গভীর রাতে পৌঁছায় কানসাস শহরে নিহত ভারতীয় ছাত্র সারথ কল্লুর দেহ। বিমানবন্দরে তাঁর পরিবারের লোকজন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা ছাড়াও হাজির ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বান্ডারু দত্তাত্রেয়। মৃত আত্মার শান্তি কামনা করেন তিনি। প্রসঙ্গত, তেলেঙ্গানার ছাত্র কানসাস শহরে গিয়েছিলেন উচ্চতর শিক্ষার জন্য। আর পাঁচজন ভারতীয় ছাত্রের মতোই অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় চাকরি নেন। কিন্তু ওই রেস্তোরাঁয় ডাকাতির সময় তাঁকে গুলি করা হয়। গত শুক্রবার এই ঘটনা ঘটে। গুলি করার পরই সারথকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তিনি প্রাণে বাঁচেননি।

এদিকে কানসাস পুলিশ কল্লুর হত্যাকারী সম্পর্কে কেউ খবর দিতে পারলে তাকে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। পুলিশ রেস্তোরাঁর সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়েও হত্যাকারীকে ধরার চেষ্টা করছে। ইউ টিউব ভিডিওতে দেখা গেছে, হত্যাকারীর পরনে রয়েছে একটি স্ট্রাইপ টি-শার্ট, কাঁধে রয়েছে সাদা তোয়ালে। রেস্তোরাঁয় সে এঘর থেকে ওঘর করছিল। দেখে মনে হচ্ছে সে কাউকে খুঁজছিল। এরপরই সে হায়দরাবাদের একটি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সারথকে লক্ষ্য করে গুলি করে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরই মৃত্যু হয় সারথের। পরিবারের তরফে সারথের দেহ আনার জন্য বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি সবরকম সাহায্য করেন। কানসাসের ভারতীয় কনস্যুলেট থেকে যাবতীয় সাহায্য করা হয় সারথের দেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে।

লখনউতে বৃহস্পতিবার বর্ষার মরশুমে স্বাভাবিক রোগের সম্ভাবনা নিয়ে সচেতনতা নিয়ে মিছিল স্কুল ছাত্রদের।

জল বাঁচাতে অভিনব উদ্যোগ মন্ত্রকের

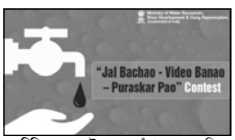

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : জল বাঁচাতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ ও পরিচালন মন্ত্রক। নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা সংস্কার কমিটি এজন্য একটি ভিডিও প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এই প্রতিযোগিতার নাম দেওয়া হয়েছে, 'জল বাঁচাও, ভিডিও বানাও, পুরস্কার পাও'। দেশে জল সংরক্ষণ নিয়ে ব্যাপকভাবে উদ্বেগ শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ ঘঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, ভারতের মতো দেশগুলিতে ২০২০ সাল থেকে শুরু হবে জল সংকট। সেই কারণে এখন থেকেই বৃষ্টির জল ধরে রাখার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব 'মাই গভর্নমেন্ট' পোর্টালের সঙ্গে যৌথভাবে মন্ত্রক এই প্রতিযোগিতা চালাবে। প্রতিযোগিতাটি হবে ১৫ দিনের অর্থাৎ প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রতিযোগিতা হবে। ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে। প্রতি এক পক্ষকালের জন্য তিনজন করে বিজয়ীকে বেছে নেওয়া হবে। প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন জানিয়ে মন্ত্রক বলেছে, যে কোনও ভারতীয় নাগরিক ইউ টিউবে আপলোড করতে পারবেন তাদের ভিডিও। এছাড়া মাই গভর্নমেন্ট কনটেন্ট পেজে ভিডিও লিঙ্ক সেকশনেও আপলোড করা যাবে তাদের ছবি। মূলত মৌলিক কাজের গঠনতন্ত্র, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, শৈল্পিক উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। পুরস্কারের মূল্য ২৫ হাজার, ১৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকা। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী এই অর্থ পাবেন।

কেন্দ্র জলসম্পদ মন্ত্রক, নদী উন্নয়ন এবং গঙ্গা সংস্কার কমিটি ভারতীয় নাগরিকদের কাছে ছবি তৈরি করে ভিডিওতে আপলোড করার অনুরোধ করেছেন। জল সংরক্ষণ, ন্যূনতম জলের ব্যবহার, জল সম্পদের উন্নয়ন প্রভৃতির উপর জোর দিয়েছেন তাঁরা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই এইসব নীতি প্রয়োগ করা হবে। এছাড়া জল সংরক্ষণ নিয়ে সৃষ্টিশীল ও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনকেও স্বাগত জানানো হয়েছে। ভিডিও'র সময়সীমা হবে ন্যূনতম ২ মিনিট এবং সর্বোচ্চ ১০ মিনিট। হিন্দি, ইংরেজি এবং যে কোনও আঞ্চলিক ভাষায় তৈরি করা যাবে এই ভিডিও।

মুম্বইয়ে বৃষ্টি ধরলেও রাস্তায় প্রচুর জল, যানজট অব্যাহত

মুম্বই, ১২ জুলাই : বৃহস্পতিবার মুম্বইবাসী একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কারণ এদিন বৃষ্টি ধরেছে। যদিও আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মুম্বইয়ে। সংলগ্ন এলাকায়। তবে জল নামছে অত্যন্ত ধীরে। শহরের অধিকাংশ জায়গাতেই জমে রয়েছে প্রচুর জল। এমনকি বহু জায়গাতে বিদ্যুৎ নেই, টান পড়ছে খাবার ও পানীয় জলে। বুধবার মুম্বইয়ের আকাশে ছিল রোদ ও বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা। সব দেখেশুনে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, মনে হচ্ছে সূর্যদেব সপ্তাহান্তর অতিথি হয়ে মুখ দেখাচ্ছেন আকাশে। রাস্তায় রাস্তায় জল জমে থাকায় ব্যাপক যানজট চলছে। বহু জায়গাতেই বন্ধ ট্রেন পরিষেবা। মুম্বইয়ের মানুষ ক্ষুব্ধ স্থানীয় প্রশাসনের উপরও। কারণ প্রশাসন জল সরানোর কোনও ব্যবস্থাই নাকি করেনি। মুম্বইয়ে বৃহস্পতিবার বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৪ মিলিমিটার। কিন্তু সোমবার ও মঙ্গলবার সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১০ মিলিমিটার ও ১১৪ মিলিমিটার। আবহাওয়া দফতর কোঙ্কন উপকূলের বাসিন্দাদের ঘঁশিয়ারি দিয়েছেন। কারণ ঘঁশিয়ারি দিয়েছে সেখানে আগামী ৫ দিনের মধ্যে অন্তত তিনদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মুম্বই শহরের উত্তরে বিরার-ভাসাই অঞ্চলে প্রচুর জল জমেরয়েছে। এই অঞ্চলে কমপক্ষে ১৩ লক্ষ মানুষের বাস। গত ৩৭ ঘণ্টা তাঁরা বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছেন। বাণিজ্যিক নগরীর রাস্তাগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অধিকাংশ জায়গাতেই জল জমে রয়েছে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার গাড়িগুলি স্বাভাবিক সময়ের থেকে ২-৪ গুণ ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়ায় যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

চালু হচ্ছে রামায়ণ এক্সপ্রেস

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই : নরেন্দ্র মোদী সরকার চালু করছেন রামায়ণ এক্সপ্রেস। রেল মন্ত্রক একথা ঘোষণা করার পরই শুরু হয়ে গেছে বিরোধীদের তরফে সমালোচনা। ভোটের আগে ভরসা সেই রাম বলেও বিদ্রূপ করেছে কেউ কেউ। আবার বিরোধীদের কারও কারও মতে, ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে হিন্দু ভোট টানতে নরেন্দ্র মোদী সরকার এবার চালু করছে তাঁদের আরাধ্য দেবতা রামকে নিয়ে রচিত মহাকাব্য রামায়ণের নামে এক্সপ্রেস ট্রেন।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন করা শিবমূর্তি বেআইনি জমিতে, জানাল ক্যাগ

চেন্নাই, ১২ জুলাই : ঘটা করে ঈশা ফাউন্ডেশনের জমিতে ১১২ ফুটের শিবমূর্তির উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই জমির আইনি কাগজপত্র কিন্তু দেখাতে পারেনি তামিলনাড়ুর বন দফতর। ফলে জমিটিকে পুরোপুরি বেআইনি ঘোষণা করল ক্যাগ।

ক্যাগের সূত্রে জানা গেছে, বেশ কয়েকটি বেআইনি জমি বিভিন্ন সংস্থাকে দিয়েছে তামিলনাড়ুর বন দফতর। ঈশা ফাউন্ডেশনকেও এরকমই একটি জমি দেওয়া হয়। তার ওপর স্থাপিত হয় শিবমূর্তি। এমনকি হিল এরিয়া কনজারভেশন অথরিটির নির্দেশ ছাড়াও হাতির জন্য সংরক্ষিত জঙ্গলে বহুতল সংস্কারের ছাড়পত্র দিয়েছে বন দফতর। পশ্চিমঘাট পার্বত্য ভূমি সংরক্ষণের ভার এই সংস্থার উপর। কিন্তু এইচএসিএ-কে ওরকম কোনও ছাড়পত্র না দিয়ে জমি কারচুপির অভিযোগ উঠেছে তামিলনাড়ুর বন দফতরের বিরুদ্ধে।

১১২ ফুটের শিবমন্দির তৈরি হয়েছে যে জমিতে, সেই জমিও জটে। ক্যাগ জানিয়েছে, ১৯৯৪ ও ২০০৮ সালে ঈশা ফাউন্ডেশনকে বন দফতর বিশাল জমি দেয়। এই জমির ৩২,৮৫৬ বর্গফুট এলাকায় একাধিক বহুতল তৈরি হয়েছে। বল্লুভাপট্টি গ্রামও সেই জমির মধ্যেই পড়েছে। কয়েকদিন আগে এইচএসিএ-র কাছে একটি প্রকল্পের জন্য এনওসি চাইতে গেলে ঈশা ফাউন্ডেশনের জমি কেলেঙ্কারি ধরা পড়ে। কারণ এনওসি দিতে অস্বীকার করে এইচএসিএ। বল্লুভাপট্টি গ্রামের

আদিবাসীরাও ঈশা ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে জমি অধিগ্রহণের মামলা দায়ের করেছে। মাদ্রাজ হাইকোর্টে সেই মামলা এখনও চলছে। এনজিটি-র দাবি, বণ্যপ্রাণীর আধিক্য থাকা সত্ত্বেও ঈশা ফাউন্ডেশন এই বনে ১১২ ফুটের শিবমূর্তি তৈরির অনুমতি দেয়।

সমালোচনা শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এই শিবমূর্তির উদ্বোধন করায়। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মূর্তিটির উদ্বোধন করে। সেই সময় পরিবেশ আন্দোলনকারীরা প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়েছিল। তারা জমি নিয়ে তদন্তেরও দাবি করে। কিন্তু বিষয়টি তখন গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্র দেখেনি বলে অভিযোগ। ক্যাগের রিপোর্টের সেই তথ্যই প্রকাশ পেয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই অঞ্চলে দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ২০০ আদিবাসী পরিবারকে ১১২ ফুটের শিবমূর্তি তৈরির জন্য তুলে দেওয়া হয়। পুরো কাজটি গোপনে সারে ঈশা ফাউন্ডেশন।

এত কারচুপি থাকা সত্ত্বেও কেন ঈশা ফাউন্ডেশনকে তামিলনাড়ুর বন দফতর জমি দেয়, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও বন দফতরের আধিকারিকরা এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। বরং তাঁরা দাবি করেছেন, ঈশা ফাউন্ডেশনকে জমি দেওয়া হয়েছিল কারণ তারা একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার কথা বলেছিল। গোটা বিষয়টিতে অভ্যন্তরীণ কারচুপি স্পষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে। আর এতে তামিলনাড়ুর বন দফতরের ভূমিকাও সমালোচনার মুখে।

তিরুবনন্তপুরমের কোভালাম সৈকত পর্যটক আকর্ষণের কেন্দ্র। কিন্তু বৃহস্পতিবার থাকায় আবহাওয়ার জন্য সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠায় যাঁ খা করছে সেই সৈকত।

CORRIGENDUM
e-Tender ID No.ADOE/42 dt.30/06/2018
No.EL/PR/77A/T-12/2018/2975 Dated:28/06/2018
Andaman & Nicobar Administration
Office of the Superintending Engineer(Ele)
Electricity Department
Port Blair
In continuation to the e-Tender ID No.ADOE/42 d.30/06/2018 for Auction of Condemned 02 Nos. Govt. Vehicles Registration No. AN 94 Ambassadar Car and No.AN 4490, Model CJ.500 D on "as is where is basis" in two bid system the following corrigendum in the terms and conditions has been incorporated.
General Terms & Conditions:-

	Existing Entry		May be read as
Clause No. (6)	*The auction will be governed in two bid system by the following conditions:-*		
(V)	The vehicles will be disposed off on "as is where is basis " and no guarantee for its worthiness or quality will be given by this department.	::	The vehicles will be disposed off on"as is where is basis" and no guarantee for its worthiness or quality will be given by this department. Registration No. AN 94 & AN 4490 will be retained by the department.

All other terms & conditions are remains unchanged.
2624/18
Superintending Engineer(Ele)